ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 106 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১০৬ ● কলকাতা ● ০৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● সোমবার ● ২০ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 265

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অনেকবার এরকম হয়েছে যে এক সাধক সারাজীবন কামনাবাসনার উপর জবরদস্তি নিয়ন্ত্রণ করে, আর নিজের বৃদ্ধাবস্থায় কোন ছোট বালিকার উপর বলাৎকারের পাপকরে বসে। মানে জবরদস্তি করে চেপে রাখা আবেগ বিকৃত উপায়ে বাইরে এসে গেছে। সেইজন্য এতে জবরদস্তি নিয়ন্ত্রণ করা ঘাতক সিদ্ধ হয়।

ক্রমশঃ

আধাসেনা বাহিনীর প্রধান একসঙ্গে বসে কথা বললেন কলকাতায়!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কলকাতায় বৈঠকে বসলেন দেশের সকল আধাসেনা বাহিনীর প্রধান।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি এবং এসএসবি-র ডিরেক্টর জেনারেলেরা। রাজ্যে নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়ে এমন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সাম্প্রতিক অতীতে 'নজিরবিহীন' বলেই ব্যাখ্যা করছেন অনেকে। শেষ কবে ভোট প্রস্তুতি নিয়ে আধাসেনা বাহিনীর ডিজি স্তরে এমন বৈঠক হয়েছিল, তা মনে করতে পারছেন না কেউই।বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, 'কুইক রেসপন্স টিম' মোতায়েন এবং নাশকতা রুখতে তল্লাশির ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। সেখানে বলা হয়, অবাধ, সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করাই প্রতিটি বাহিনীর লক্ষ্য। ভোটারেরা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই বাহিনীর লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে। সিআইএসএফ-এর ডিজি প্রবীর রঞ্জনের কথায়, ভোটের পবিত্রতা রক্ষা করাই বাহিনীর লক্ষ্য। বিবৃতিতে তিনি বলেন,

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

নির্বাচনের প্রাক্কালে রাইচেঙ্গায় ভোট বয়কটের ডাক ঘিরে চাঞ্চল্য

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাইচেঙ্গা গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ রাস্তা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় ৩০ থেকে ৪০ বছর ধরে এই রাস্তাগুলির কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার বা উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। এখনো কাঁচা মেঠোপথ হিসেবেই ব্যবহার করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাজুড়ে জল জমে কাদা হয়ে যায়, যা দৈনন্দিন যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি করছে।শুধু রাইচেঙ্গা গ্রামের মানুষই নন, পার্শ্ববর্তী পারপাতলাখাওয়া গ্রামের বাসিন্দারাও এই দুটি রাস্তার ওপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার কথা জানানো সত্ত্বেও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বুধবার গ্রামবাসীরা আন্দোলনে সামিল হন। তারা ফ্লেক্স ও ব্যানার নিয়ে মিছিল বের করে ভোট বয়কটের ডাক দেন। আসন্ন নির্বাচনের ঠিক আগে এমন সিদ্ধান্তে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভোট আর মাত্র এক সপ্তাহ দূরে থাকায় এই বয়কটের হুঁশিয়ারি রাজনৈতিক দলগুলির ওপর চাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন অনেকে।গ্রামবাসী বাপন সরকার বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে একাধিকবার প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই আমরা ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" অপর এক বাসিন্দা মধুসূদন চন্দ জানান,এখনও পর্যন্ত কোনো প্রার্থী আমাদের এলাকায় আসেননি। যদি ভোটের আগের দিন পর্যন্ত রাস্তার সংস্কারের কোনো উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তাহলে আমরা ভোট বয়কট করব।উল্লেখ্য, আশপাশের বহু গ্রামে ইতিমধ্যেই পাকা রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু রাইচেঙ্গার এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এখনো অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকায় ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা।

অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে', কালনা থেকে নির্দেশ দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রবিবার তারকেশ্বর থেকে নির্বাচনী জনসভা শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানে বিপুল সমাগম দেখা গেল। তারপর দ্বিতীয় জনসভা করেন কালনায়। সেখান থেকেই বিজেপিকে তুলোধনা করেন তিনি। বিজেপি সব লুটে নেবে বলেও সোচ্চার হন তৃণমূলনেত্রী। বিজেপি দাঙ্গা করে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।এছাড়া পূর্ব বর্ধমানের কালনার সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইডি পাঠিয়ে দিচ্ছে, পার্টি অফিসে সিবিআই পাঠিয়ে দিচ্ছে। যারা আমাদের হয়ে কাজ করছে, বলছে বাংলা ছেড়ে চলে যাও। না হলে ইডি, সিবিআই গ্রেফতার করবে। কোনও কিছু একতরফা হয় না। ইডি, সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। নিরাপত্তা আধিকারিকের বাড়িতেও ইডি হানা দিচ্ছে। বিজেপি আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের বাড়িতে ইডি তল্লাশি করাচ্ছে। আমাকে খুনের চেষ্টা করছে। বন্দুকটা আমার বুকে চালিয়ে দাও। কিন্তু মাথা নত করব না।'আগামী দিনে বিজেপিকে বুঝে নেওয়া হবে বলে হুঙ্কার দেন তিনি। বিজেপি বাংলাকে ভাগ করার ষড়যন্ত্র করছে বলেও সকলকে

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিল আই-প্যাক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিল তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা আই-প্যাক। নির্দিষ্ট কিছু আইনি 'বাধ্যবাধকতা'র কথা উল্লেখ করে সংস্থার কর্মচারীদের ইমেলে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটকুশলী সংস্থার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আইনি 'বাধ্যবাধকতা'র কারণে পশ্চিমবঙ্গে কাজ আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের ২০ দিনের সাময়িক ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে। ১১ মে-র পর আবার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ আলোচনা করা হবে। নির্বাচনী

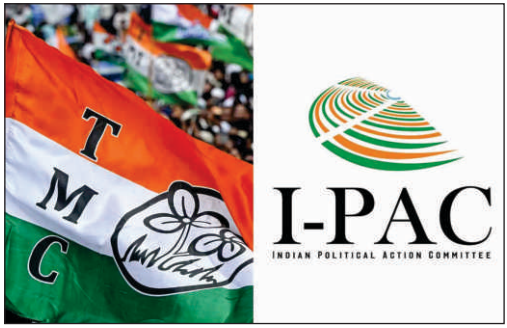

প্রচারে রবিবার মমতার প্রথম সভা রয়েছে তারকেশ্বরে। অভিষেক প্রথম জনসভা করবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরে। তার পর দুই সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আরও কর্মসূচি রয়েছে। অভিষেক যাবেন নন্দীগ্রামেও। আই-প্যাকের কাজকর্ম বন্ধ হওয়া নিয়ে মমতা-অভিষেক প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে কোনও মন্তব্য করেন কি না, সে দিকেও নজর থাকবে।ইমেলে আই-প্যাক কর্মীদের বলা হয়েছে, "আইনকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিল আই-প্যাক

গোটা প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করছি। নির্দিষ্ট সময়ে বিচার মিলবে, আমরা নিশ্চিত।'' এ প্রসঙ্গে যে কোনও প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আইপ্যাক কর্মীরা। তাঁদের ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে। আই-প্যাকের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে শাসকদল তৃণমূলকে বিপাকে ফেলল বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল রাজ্যের ২৯৪টি আসনে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে। ভোটের ফল জানা যাবে ৪ মে। আই-প্যাক যে ২০ দিনের বিরতির কথা বলেছে, তা শেষ হতে হতে রাজ্যে ভোটপর্ব মিটে যাবে। নতুন সরকারও গঠন হয়ে যাবে।

সূত্রের খবর, শনিবার মধ্যরাতে আই-প্যাক কর্মীদের কাছে এই ইমেল এসেছে। তবে এ বিষয়ে সংস্থা বা তৃণমূলের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, আই-প্যাকের একটি অংশ এ রাজ্যে কাজ জারি রাখবে। তা বাড়ি থেকে হোক বা অন্য কোনও ভাবে। তবে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে মাঠে-ময়দানে আই-প্যাকের যে কর্মীরা রয়েছেন, তাঁরা কী ভাবে কাজ করবেন, স্পষ্ট নয়। আরও একটি সূত্রের খবর, সল্টলেক সেক্টর ফাইভের যে বহুতলে আই-প্যাকের দফতর, সেখানে শনিবার বিভিন্ন বিধানসভায় কর্মরত কর্মীদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। আই-প্যাকের দফতরে বেশ ভিড় হয়েছিল। সেই সময়েই অনেকে মনে করেছিলেন, কিছু একটা হতে চলেছে। কারও কারও ধারণা ছিল, ভোটের আগে শেষ মুহূর্তে নির্দেশ দেওয়ার জন্য কর্মীদের দফতরে ডাকা হয়েছে। কিন্তু তার পরেই মধ্যরাতে এই ইমেল আসে, যা অনেককেই স্তম্ভিত করে দিয়েছে। পরবর্তী ধাপে তৃণমূল কী ভাবে কাজ এগোবে, পরামর্শদাতা সংস্থাই বা হাত গুটিয়ে ২০ দিন বসে থাকবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এর আগে আই-প্যাকের কলকাতার দফতর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। তল্লাশি চলাকালীন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পৌঁছে যান। অভিযোগ, বেশ কিছু নথি তিনি তল্লাশির মাঝপথে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান। মমতার অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করছে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি। প্রতীকের বাড়ি এবং আই-প্যাকের দফতর থেকে তাঁর দলের নির্বাচন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন নথি 'চুরি' করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলেও দাবি করেন তিনি। এই মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। আপাতত মামলাটি শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন। তার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল আই-প্যাক।

কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্তের সূত্রে গত সোমবার নয়াদিল্লিতে আই-প্যাকের অন্যতম পরিচালক ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিনেশ চান্দেলকে গ্রেফতার করে ইডি। তিনি এখন কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতেই রয়েছেন। তাঁর গ্রেফতারির নিন্দায় সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, ''এটা গণতন্ত্র নয়, ভীতি প্রদর্শন।'' এ বার সেই আই-প্যাকই রাজ্যে কাজ বন্ধ করে দিল।

সরব ডিসি শান্তনুর পুত্র, তাঁকে নিয়ে ইডির টিম পার্ক স্ট্রিটে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বালিগঞ্জে কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়িতে ইডির টিমের তল্লাশি চলে। বেলা গড়াতেই সেখান থেকে শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের ছেলেকে নিয়ে ইডির টিম পার্ক স্ট্রিটের দিকে রওনা দেয়। মনে করা হচ্ছে, সোনা পাপ্পু মামলায় ইডির এই তল্লাশি চলছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন শুরু হতে আর মাঝে মাত্র ৩ দিন বাকি।এদিকে, ইডির তল্লাশির মধ্যেই শান্তনুর ফার্ন রোডের বাড়িতে পৌঁছন তাঁর আইনজীবী। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আইনজীবী প্রসেনজিৎ নাগ বলেন, 'কেন এই তল্লাশি, আমরা জানতে এসেছি। কোন মামলা, কী অভিযোগে তল্লাশি চলছে, সেটা আমাদের জানার অধিকার আছে। আইনজীবী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব আছে। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।তার আগে, ইডির এই তল্লাশি রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, এদিন দুপুরে শান্তনু পুত্র এই তল্লাশি নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে মুখ খোলেন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই তৎপরতা 'শুভেন্দু অধিকারীর চাল'।

জানা যাচ্ছে, শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের পুত্রকে নিয়ে ইডির টিম পার্ক স্ট্রিটের যে জায়গায় গিয়েছে, সেখানে শান্তনু পুত্রের একটি কোচিং সেন্টার রয়েছে। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের পুত্র বলেন, ' সাধারণ একটি তদন্ত চলছে। বাবা, আমি বাড়িতেই ছিলাম।' তিনি সাংবাদিকদের বলেন,' সাধারণ কিছু কাগজপত্র যাচাই করে দেখা হচ্ছে। বাবার সঙ্গেও কথা বলেছেন। সব ঠিক আছে।' তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, 'এটা শুভেন্দু অধিকারীর চাল। আর কিছু না।' জানা যাচ্ছে, পার্কস্ট্রিটের অকল্যান্ড রোডে তাঁকে নিয়ে যায় ইডির দল। তিনি জানান, তাঁর বাবা ডিসিপি শান্তনু সিংহ বিশ্বাস ও তিনি, সর্বোতভাবে ইডিকে সহযোগিতা করছেন।

(২ পাতার পর)

অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে', কালনা থেকে নির্দেশ দিলেন মমতা

সতর্ক থাকতে বলেছেন তিনি।

এদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাংলায় এসে বেআইনিভাবে কার্ড বিলি করেছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এবার অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের এফআইআর করার নির্দেশ দেন তিনি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, 'এখানে এসে অর্থমন্ত্রী বেআইনিভাবে কার্ড বিলি করে গিয়েছেন। আমি তাঁকে ধিক্কার জানাই। বলি এটা নির্বাচনের সময় কার্ড বিলি করা মানে বিধিভঙ্গ। তাই এফআইআর করতে হবে। যাঁরা কার্ড নিয়েছেন তাঁরা জেনে রাখুন, এটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সুযোগে আপনার নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে নিয়েছে। যেটুকু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান সেটুকুও নিয়ে নেবে। লুট করে নেবে। আগামী দিন ফর্ম ফিলাপ করতে বলবে।'

অন্যদিকে কালনার জনসভা থেকেও ইডি এবং আয়কর হানা নিয়ে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের আগে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি বলে তুলোধনা করেন তিনি। এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ, 'দিল্লি থেকে আসছে। সঙ্গে আসছে ইডি, সিবিআই, আয়কর এবং কতগুলি দালাল। তারা কী করছে? আমাদের লোকেদের বাড়ি গিয়ে তল্লাশি করছে। গ্রেফতার করছে। নির্বাচনের পরে কী হবে? তোমরা তো বসন্তের কোকিলের মতো উড়ে যাবে। নির্বাচনের সময় আসো। তার পরে আর দেখা পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে সরকারি কর্মচারীরা পেনশন পান। মনে রাখবেন ২৫ শতাংশ ডিএ আপনারা পেয়ে গিয়েছেন। চার শতাংশ ডিএ'ও পেয়ে যাবেন।'

সম্পাদকীয়

সমাজমাধ্যমে নজর রাখতে কড়া হচ্ছে কমিশন

ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন । বিশেষ করে সমাজমাধ্যমে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো রুখতে এবার আরও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে ভোট ঘোষণার পর থেকেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৯৬.০১ শতাংশ অভিযোগ মাত্র ১০০ মিনিটের মধ্যেই নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভোটকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের ভুয়ো তথ্য বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে না পড়ে, সেই লক্ষ্যেই সমাজমাধ্যমে নজরদারি জোরদার করেছে নির্বাচন কমিশন।ভোট ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত সমাজমাধ্যমে ১১ হাজারেরও বেশি সন্দেহজনক পোস্ট শনাক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার এক বিবৃতির মাধ্যমে সমাজমাধ্যম ব্যবহারের নিয়মাবলি মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হলে তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, সমাজমাধ্যম এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নৈতিকতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। নিয়ম ভাঙলে তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং আদর্শ আচরণবিধি অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এমন পোস্টের বিরুদ্ধে তিন ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

কমিশন বলেছে, 'কোনও এআই নির্মিত জিনিস প্রচারে ব্যবহার করা হলে তার গায়ে 'এআই নির্মিত' বলে উল্লেখ করে দিতে হবে।' পশ্চিমবঙ্গ সহ অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরীতেও সমাজমাধ্যমের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। কমিশন খতিয়ে দেখছে, কোনও পোস্ট আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে কি না, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে পারে কি না, কিংবা ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে কি না।

উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ১১ হাজারেরও বেশি এমন পোস্ট চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বহু পোস্ট মুছে ফেলা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৬ ধারা অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে নির্বাচনী প্রচার সংক্রান্ত কোনও বিষয় প্রচার করা যাবে না সমাজমাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যম—উভয় ক্ষেত্রেই।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

(coucasus) নামক স্থানে ।, মোসলেম এবং খ্রিষ্টানদের মতে এ স্থানেই ছিল স্বর্গের উদ্যান এটি হল আব্রাহামের বসতভূমি । যেটিকে ইন্দো ইউরোপীয়ান ককেশিয়ানদের পিতৃভূমি হিসেবে মনে করা হয় । তৈত্তিরীয় (Aitareya) উপনিষদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে । ব্রহ্মার পুত্র মরিচীর পুত্র ছিল কশ্যপ মুনি । ১২০ মিলিয়ন বছর পূর্বে কশ্যপ মুনি ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের পিতা হয়েছিলেন ।এসমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের কিছু পৃথিবীর পশ্চিমে গেল আর কিছু গেল পূর্বে । কশ্যপ মুনি স্বয়ং ক্যাসপিয়ান সাগরের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মেয়ে সক্রিয় বিজেপিকর্মী, রাগে বাবাকে বেধড়ক মার, আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেয়ে বিজেপির সক্রিয় কর্মী, রাগে বাবাকে ধরে বেধড়ক মার, গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বসিরহাটের বিজেপি কর্মীর বাবা। ভোটের মুখে ফের গণ্ডগোল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট পৌর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। জানা গিয়েছে, গতকাল শনিবার (১৮ এপ্রিল) অনেক রাতে কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরছিলেন সনৎ দত্ত নামে ওই ব্যক্তি।তবে তাঁর অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র জানিয়েছেন,' আমি ঘটনাটা জানিই না , আপনাদের মুখ থেকে শুনলাম ,কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কোনও কর্মী সমর্থক নেই যারা এই ধরনের নোংরা কাজকর্ম করবে। ওরা থানায় এবং ইলেকশন কমিশনে অভিযোগ করুক, তারা পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক যদি কেউ দোষ করে থাকে তার শাস্তি হোক।'সেই সময় আচমকাই তাঁর রাস্তা আটকায় কয়েকজন দুষ্কৃতি। তাঁকে বলতে শুরু করে, তিনি যেন তাঁর মেয়েকে বিজেপির হয়ে প্রচার করতে না করেন। এমনকী তাঁর পরিবারও যেন কোনওরকম মিছিল মিটিংয়ে হাজির থাকেন। কিন্তু তাঁদের কথা মানেনি সনৎ দত্ত। তিনি পাল্টা তাঁদের বিরোধিতা করেন। তখন দুষ্কৃতীরা তাঁকে

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু তাঁর স্থান প্রকৃত বৈদিক দেবলোকে নয় – বরং তাঁকে বৈদিক মানুষ বিধ্বস্ত সিন্ধু সভ্যতার মাতৃদেবী বলেই সনাক্ত করতে হবে।

প্রমাণ কী? চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের একটি সূক্তে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৪ পাতার পর)

মেয়ে সক্রিয় বিজেপিকর্মী, রাগে বাবাকে বেধড়ক মার, আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

এলোপাথাড়ি মারধর করতে শুরু করেন। এরপর তিনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলেই এলাকার মানুষজন ছুটে আসেন। তাঁদের ভয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তবে দুষ্কৃতীদের মারধরে গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি। এরপর তাঁকে তড়িঘড়ি বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন এবং এলাকার মানুষজন। খবর পেয়েই তাঁকে দেখতে গভীর রাতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী সৌর্য বন্দোপাধ্যায়। তিনি এই ঘটনায় বিরোধী শিবিরকে দোষারোপ করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'আমাদের কর্মীদের মারধর করে টাকা লুট করে পালিয়েছে, এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। গতকাল এই ঘটনা ঘটেছে। বসিরহাটের ন নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী মৌমিতার বাবাকে চরমভাবে মারধর করেন। তৃণমূলের কার্যকর্তা জয়ব্রত অধিকারীর নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটেছে। ৬৫ বছর বয়সী এই ব্যক্তিকে বেধড়ক ভাবে পিটিয়েছেন তাঁরা। তোমার মেয়ে আর জামাইকে বিজেপি করতে দেব না, এই কথা বলতে বলতেই সনৎ দত্তকে মারধর করেন তাঁরা। এরপর আমাদের খবর দেওয়া হলে আমরা থানায় খবর দিই। প্রায়দিনই আমাদের নেতা কর্মীদের মারধর করছে। দলীয় পতাকা ছিড়ে ফেলে দিচ্ছে। তৃণমূল এখানে গুণ্ডারাজ চালাচ্ছে। এখানে মস্তানদের পুষে রেখেছে। যাঁদের আতঙ্কে তটস্থ এলাকাবাসী। আজ ও ভদ্রলোকের মেয়ে বিজেপি পার্টি করে বলে তাঁকে মার খেতে হল তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীর হাতে। আর এই ঘটনা প্রতিনিয়ত আমাদের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে হচ্ছে। আমরা ইলেকশন দফতর এবং প্রশাসনকে ঘটনাটি জানিয়েছি। আশা করব তারা সঠিক বিচার করে উপযুক্ত শাস্তি দেবে।'

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের মা, বোন ও কন্যাদের সঙ্গে সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের অগ্রগতির পথে সৃষ্ট বাধার কারণে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকারের সর্বাত্মক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' সংশোধনীটি পাস হতে ব্যর্থ হয়েছে, যা কার্যত দেশের নারী সমাজের ন্যায্য স্বপ্নগুলোকে চূর্ণ করে দিয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, "এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির জন্য আমি জাতির সকল মা ও বোনদের কাছে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি।"

জাতীয় স্বার্থই যে সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায় - এ কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠীর তীব্র সমালোচনা করেন; যারা দেশের কল্যাণের চেয়ে দলীয় স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

সারা দেশ জুড়ে যে গভীর হতাশা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বিলের ব্যর্থতা মহিলাদের আত্মসম্মানে এক প্রত্যক্ষ আঘাত - এমন এক অপমান যা মহিলা ভোটাররা চিরকাল তাদের স্মৃতিতে গেঁথে রাখবেন। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "মহিলারা হয়তো অন্য সবকিছু ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু নিজেদের সম্মানে আঘাতের বিষয়টি তাঁরা কখনোই ভোলেন না।"

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের মহিলারা এই অশুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন এবং ভবিষ্যতে তাঁরা দোষী রাজনীতিবিদদের কঠোরভাবে জবাবদিহিতার আওতায় আনবেন। 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' সংশোধনীর রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই আইনটি ছিল একটি মহৎ প্রচেষ্টা - যার লক্ষ্য ছিল দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশের জন্য দীর্ঘদিনের বকেয়া অধিকার নিশ্চিত করা এবং নতুন নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করা। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, এই বিলটির উদ্দেশ্য ছিল কাঠামোগত বাধাগুলো দূর করা এবং আকার বা ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে - সকল রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সমানভাবে শক্তিশালী করা। শ্রী মোদী বলেন, "এই সংশোধনীটি ছিল ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় মহিলাদের সমান সহযাত্রী হিসেবে যুক্ত করার একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা।"

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ভারতের নাগরিকরা রাজনীতির এই কদর্য রূপটিকে পুরোপুরি চিনতে পেরেছেন এবং এর নেপথ্যের উদ্দেশ্যগুলোও সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পেরেছেন। শ্রী মোদী বলেন, "মহিলাদের অধিকার হরণের উদ্দেশ্যে রাজনীতির যে কদর্য কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, তা এখন পুরো দেশ স্পষ্টভাবে বুঝে গেছে।"

প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন যে, বংশতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো এই ভেবে ভীত যে - তাদের পরিবারের বাইরের কোনো ক্ষমতায়িত মহিলা উঠে এলে তা তাদের স্থানীয় নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পঞ্চায়েত স্তরে কর্মরত হাজার হাজার যোগ্য নারী - বংশতান্ত্রিক রাজনীতিবিদদের গভীর ও বদ্ধমূল নিরাপত্তাহীনতার সামনে এক প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত মিথ্যা প্রচারগুলোকে খণ্ডন করে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে, সরকার সুনির্দিষ্টভাবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল যে - কোনো রাজ্যই তাদের প্রতিনিধিত্ব হারাবে না; বরং প্রতিটি রাজ্যের আসন সংখ্যাই সমান ও ন্যায্য অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগগুলোর ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সংশোধনীর ফলে তামিলনাড়ু, বাংলা এবং উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যগুলোর সংসদীয় আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেত।

পূর্বে বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া বেশ কিছু যুগান্তকারী উদ্যোগের তালিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে - 'জন ধন-আধার-মোবাইল' ত্রয়ী, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, জিএসটি এবং 'তিন তালাক' বিরোধী আইনের মতো পদক্ষেপগুলোও অতীতে প্রবল বাধার মুখে পড়েছিল। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, অতীতে সিএএ আইন নিয়েও ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং মাওবাদী সন্ত্রাস নির্মূলের প্রচেষ্টাও প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিলম্বের কারণগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার বা ধামাচাপা দেওয়ার যে দীর্ঘস্থায়ী কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, তার ফলেই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অন্যান্য দেশ ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, ওবিসি সংরক্ষণ এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানদের জন্য 'এক পদ এক পেনশন' প্রকল্পের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সিদ্ধান্তগুলো আটকে রাখতে ৪০টি বছর ব্যয় করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা এবং প্রতারণার কারণে ভারতের প্রজন্মের পর প্রজন্ম গভীর দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক লড়াইটি কেবল একটি নির্দিষ্ট আইনের বিষয় নয়, বরং এটি একটি অত্যন্ত নেতিবাচক ও সংস্কার-বিরোধী মানসিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত এক বৃহত্তর সংগ্রাম। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, দেশের সকল বোন ও কন্যারা এই বিষাক্ত মানসিকতার সমুচিত জবাব দেবেন।"

বিলটি পাস না হওয়া সরকারের ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে - এমন দাবিগুলোকে খারিজ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেন যে, বিরোধী দলগুলো যদি কেবল এই আইনটিকে সমর্থন করত, তবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদেরই এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "এই বিষয়টি কখনোই

এরপর ৬ পাতায়

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থা

(চতুর্থ পর্ব)

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ২০২৬

সংস্থাগুলোর দিকে ঝুঁকেছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বিক্রি ৬২% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গে এই বৃদ্ধি বেশি দেখা গেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ এবং পিএনজি সম্প্রসারণ উদ্যোগ

* গার্হস্থ্য পিএনজি এবং সিএনজি (পরিবহন) ক্ষেত্রে ১০০% সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

* সার কারখানাগুলোতে গ্যাসের বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রায় ৯৫% করা হয়েছে।

* অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যিক **ক্ষেত্রে** সরবরাহ ৮০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

* সিজিডি (CGD) সংস্থাগুলোকে হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ক্যান্টিনগুলোতে পিএনজি সংযোগে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে।

* আইজিএল (IGL), এমজিএল (MGL), গেইল গ্যাস (GAIL Gas) এবং বিপিসিএল পিএনজি সংযোগের জন্য ইনসেনটিভ দিচ্ছে।

* সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক সিজিডি অবকাঠামোর অনুমোদনের সময়সীমা কমিয়ে ৩ মাসের জন্য বিশেষ ফ্রেমওয়ার্ক গ্রহণ করেছে।

* ভারত সরকার ২৪.০৩.২০২৬ তারিখে প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিতরণ আদেশ ২০২৬ বিজ্ঞপ্তিভুক্ত করেছে, যা পাইপলাইন স্থাপনের অনুমোদন দ্রুত করবে।

* পিএনজিআরবি (PNGRB) 'ন্যাশনাল পিএনজি ড্রাইভ ২.০' ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত বাড়িয়েছে।

* মার্চ ২০২৬ থেকে ৪.৫৮ লক্ষেরও বেশি পিএনজি সংযোগে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং ৫.১ লক্ষ নতুন গ্রাহক নিবন্ধিত হয়েছেন।

* ১৫.০৪.২০২৬ পর্যন্ত প্রায় ৩৫,০০০ গ্রাহক MYPNGD.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের এলপিজি সংযোগ সমর্পণ করে পিএনজি গ্রহণ করেছেন।

অপরিশোধিত তেলের অবস্থা এবং শোধনাগার কার্যক্রম

* সমস্ত শোধনাগার পর্যাপ্ত মজুত নিয়ে উচ্চ ক্ষমতায় কাজ করছে এবং পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত বজায় রাখা হয়েছে।

* অভ্যন্তরীণ ব্যবহার মেটাতে শোধনাগার থেকে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে।

* অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য পেট্রোকেমিক্যাল ফিডস্টক সরবরাহ নিশ্চিত করতে একটি আন্তঃমন্ত্রক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) গঠন করা হয়েছে।

* ফার্মা ও রাসায়নিক **ক্ষেত্রের** কোম্পানিগুলোর জন্য এলপিজি পুল থেকে দৈনিক ১০০০ মেট্রিক টন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯ এপ্রিল থেকে প্রায় ২০০০ মেট্রিক টন প্রোপিলিন বিক্রি হয়েছে।

খুচরা জ্বালানি প্রাপ্যতা এবং মূল্য ব্যবস্থা

* সারা দেশে রিটেইল আউটলেটগুলো স্বাভাবিকভাবে

ক্রমশঃ

(১ম পাতার পর)

আধাসেনা বাহিনীর প্রধান একসঙ্গে বসে কথা বললেন কলকাতায়!

'মোতায়েন থাকা জওয়ানদের উদ্দেশে আমার বার্তা খুবই স্পষ্ট। আপনারা হলেন গণতন্ত্রের প্রহরী। পৃথক পৃথক ইউনিট হিসাবে নয়, একক নির্বাচন-বাহিনী হিসেবে আপনাদের কাজ করতে হবে, যা হবে সুসংহত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে পারদর্শী। 'শনিবার এই বৈঠকের পরেই সল্টলেকে সিআরপিএফ-এর দফতরে একটি যৌথ নেতৃত্ব সম্মেলন (জয়েন্ট লিডারশিপ সামিট)-ও হয়। আধিকারিক সূত্রে পিটিআই জানাচ্ছে, আধাসেনা বাহিনীর প্রধানদের পাশাপাশি সেখানে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকেরাও উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হয়।

আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফার ভোট রয়েছে। এই দফায় রাজ্যে মোট ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে। প্রথম দফার ভোটের ঠিক মুখেই নির্বাচনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারলেন সব কেন্দ্রীয় বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তারা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক সিনিয়র আধিকারিকও জানান পিটিআই-কে জানান, 'ভোটমুখী কোনও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের এমন বৈঠক নজিরবিহীন।' তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক অতীতে কোনও বিধানসভা ভোটের সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ডিজিরা এমন যৌথ বৈঠকে বসেননি। গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিটগুলি পরিদর্শন করেছেন বাহিনীর কর্তারা।

আগামী বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তামিলনাড়ুতেও ভোট রয়েছে। সেখানে এক দফাতেও নির্বাচন হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনীর ওই আধিকারিক জানান, সেখানে এখনও পর্যন্ত সব আধাসেনা বাহিনীর প্রধানদের এমন কোনও বৈঠক হয়নি।

সব আধাসেনা বাহিনীর প্রধানদের ওই বৈঠকের বিষয়ে রবিবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে সিআইএসএফ। তাতে বলা হয়েছে, উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকটির মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের জন্য একটি প্রযুক্তিনির্ভর এবং পোক্ত নিরাপত্তা পরিকাঠামো নিশ্চিত করা। সেখানে আরও জানানো হয়, ওই বৈঠকের পর পরই আরও একটি বৈঠক হয়েছে। তাতে আধাসেনা বাহিনীর প্রধানদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, কমিশন থেকে দায়িত্ব দেওয়া সমন্বয়ক এবং পর্যবেক্ষকেরাও উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিশেষ করে প্রথম দফার ১৫২টি আসনের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হয় ওই বৈঠকে।

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন

রাজনৈতিক কৃতিত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং এর মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা।"

নারী ক্ষমতায়নের প্রতি নিজের অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ নারীর মনে জমে থাকা হতাশা ও বেদনার প্রতি গভীর সংহতি প্রকাশ করেন। তিনি তাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে, সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও এই লক্ষ্য পূরণের ব্যাপারে তাঁর সংকল্প সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, এই আইন বাস্তবায়নের পথে ভবিষ্যতে যত বাধা আসবে, তার প্রতিটিকেই তিনি অপসারণ করবেন; এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে - দেশের ১০০ শতাংশ মহিলার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে সরকার শেষ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেই। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশের স্বপ্ন এবং দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থেই আমাদের এই সংকল্প অবশ্যই পূরণ করতে হবে।"

সিনেমার খবর

রণবীরের অভিনয় দেখে প্রশংসায় ভাসালেন আনুশকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা দীর্ঘ বিরতির পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো সিনেমা নিয়ে মুখ খুললেন। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী পরিচালক আদিত্য ধরের ব্লকবাস্টার ছবি 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' দেখে তার মুগ্ধতার কথা প্রকাশ করেছেন। এ সময় সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা রণবীর সিংকে তিনি প্রশংসায় ভাসান।

শুধু আনুশকা নন, সিনেমাটি নিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলি।

প্রায় ৪ ঘণ্টা দীর্ঘ এই সিনেমাটি নিয়ে আনুশকা তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, 'কী চমৎকার একটি সিনেমা বানিয়েছেন আদিত্য ধর! ৪ ঘণ্টার একটি সিনেমা তৈরির জন্য অসামান্য দৃঢ় প্রত্যয় প্রয়োজন। সিনেমাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের আটকে রাখার মতো নির্মাণশৈলী ও গল্পে ঠাসা। আপনি অনেক আত্মবিশ্বাসী একজন নির্মাতা।'

সঙ্গে এক সময়ের সহ-অভিনেতা রণবীর সিংয়ের অভিনয়ে মুগ্ধ আনুশকা জানান, রণবীর এই সিনেমায় এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন যা জীবনে একবারই পাওয়া যায়। তিনি একে একটি 'নিখুঁত ও অনবদ্য' পারফরম্যান্স হিসেবে অভিহিত করেন। পাশাপাশি আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল এবং রাকেশ বেদীর অভিনয়েরও প্রশংসা করেন তিনি।

উল্লেখ্য, আনুশকা ও রণবীর একসময় 'ব্যান্ড বাজা বারাত' ও 'দিল ধড়কনে দো'-এর মতো জনপ্রিয় সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন। এদিকে সমালোচকদের প্রশংসার পাশাপাশি বক্স অফিসেও অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'। মুক্তির মাত্র ১৮ দিনেই ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ১ হাজার কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করেছে।

ছেঁড়া পোশাকে 'ভূত বাংলা'র প্রচারে অক্ষয় কুমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে বরাবরই ব্যতিক্রমী উপস্থিতির জন্য পরিচিত অক্ষয় কুমার। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আসন্ন হরর-কমেডি সিনেমা 'ভূত বাংলা'র ট্রেলার লঞ্চে একেবারে ভিন্ন রূপে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ছেঁড়া পোশাকে উপস্থিত হন এই অভিনেতা, যা মুহূর্তেই নজর কাড়ে উপস্থিত ভক্ত ও গণমাধ্যমের। তার এই অদ্ভুত লুকের ভিডিও ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

কেন এমন সাজ? প্রশ্নের জবাবে রসিকতা করে অক্ষয় বলেন, 'ভূতেরা আমার এই অবস্থা করেছে।' যদিও এটি নিছকই মজার ছলে বলা, তা বুঝতে কারও বাকি নেই।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, অনুষ্ঠানে প্রবেশের সময় ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন অক্ষয়। একপর্যায়ে তিনি হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নেমে গাড়ির দিকে এগিয়ে যান, আর পেছনে দৌড়াতে থাকেন ভক্তরা।

আগামী ১৭ এপ্রিল মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে ভূত বাংলা। ট্রেলার ইতোমধ্যেই দর্শকদের আগ্রহ তৈরি করেছে, ফলে ছবির ব্যবসা নিয়েও আশাবাদী নির্মাতারা।

ট্রেলার লঞ্চে অক্ষয়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তাবু, পরিচালক প্রিয়দর্শন, প্রযোজক একতা কাপুর এবং অভিনেত্রী ভামিকা গাব্বি।

এদিকে, রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর ২ বর্তমানে বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করছে। তাই মুক্তির পর 'ভূত বাংলা' কীভাবে দর্শক টানে, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

অভিনয় ছেড়ে ধনী ব্যবসায়ীকে বিয়ের গুঞ্জন, মুখ খুললেন তৃষা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের দক্ষিণী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণনকে নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে চলা নানা জল্পনা ও গুঞ্জনের কড়া জবাব দিয়েছেন তিনি নিজেই। সম্প্রতি চেন্নাইয়ে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে অভিনেতা বিজয়ের সঙ্গে তৃষার উপস্থিতি এবং বিজয়ের স্ত্রী সংগীতা স্বর্ণলিঙ্গমের বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ইন্টারনেটে আলোচনার ঝড় ওঠে।

এরই মাঝে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয় যে, তৃষা অভিনয়জগৎ থেকে বিদায় নিতে চলেছেন এবং নতুন কোনো প্রজেক্টে সই করছেন না।

এইসব বিভ্রান্তিকর খবরের প্রতিক্রিয়ায় নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বিদ্রূপাত্মক এক পোস্ট দিয়েছেন তৃষা। সেখানে তিনি লিখেছেন, শুনলাম আমি নাকি সিনেমা ছেড়ে দিয়েছি, এক ধনী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছি এবং আমার চারটি যমজ সন্তান আছে যাদের বয়স কাল দুই বছর পূর্ণ হয়েছে! আরও কিছু যোগ করার আছে কি, নাকি আজকের মতো গালগল্পের কোটা পূরণ হয়েছে?

মূলত এই বার্তার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাকে নিয়ে রটানো সব খবরই ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বিজয়ের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, তখন বিজয় তার এক রাজনৈতিক সমাবেশে পরোক্ষভাবে এই অভিযোগগুলো খণ্ডন করেছেন। অন্যদিকে তৃষাও চুপ থাকেননি; তাকে লক্ষ্য করে অভিনেতা পার্থিবানের করা মন্তব্যেরও মোক্ষম জবাব দিয়েছেন তিনি। এর আগে ভালোবাসা এবং মানসিক শান্তি নিয়ে বেশ কিছু রহস্যময় পোস্ট শেয়ার করেছিলেন তৃষা। একটি পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, তিনি এখন জীবনের এমন একপর্যায়ে আছেন যেখানে তর্কে জড়ানোর চেয়ে নীরব থাকাকেই বেশি শ্রেয় মনে করেন। শান্তি বজায় রাখা যে সঠিক হওয়ার চেয়েও জরুরি, সেই বার্তাই ছিল তার লেখায়।

বিজয় এবং তৃষা জুটি তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হিসেবে পরিচিত। 'গিল্লি', 'তিরুপাচ্চি' থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার 'লিও' পর্যন্ত তাদের অনস্ক্রিন রসায়ন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

বর্তমানে তৃষা তার পরবর্তী তামিল সিনেমা 'কারুপ্পু'-এর মুক্তির অপেক্ষায় আছেন, যেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন অভিনেতা সুরিয়া।

অভিনয়ের বাইরে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন চর্চায় ভক্তদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও তৃষার এই সাহসী অবস্থানকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন।

আইপিএল ২০২৬

এবার শেষ ওভারে দিল্লির জয়ের নায়ক মিলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জরাট টাইটান্সের বিপক্ষে সেই শেষ ওভারের 'খলনায়ক' আজ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামীতে বীরের বেশে মাঠ ছাড়লেন। গত ম্যাচে হাতের মুঠোয় থাকা জয় হাতছাড়া করে সমলোচনার তীরে বিদ্ধ হয়েছিলেন ডেভিড মিলার। তবে এবার আর ভুল করেননি এই প্রোটিয়া ব্যাটার। শেষ ওভারের কঠিন সমীকরণ দুই বিশাল ছক্কায় মিলিয়ে দিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে (আরসিবি) ৬ উইকেটে হারাল দিল্লি ক্যাপিটালস।

ঘরের মাঠে টসে হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে আরসিবি। ওপেনার ফিল সল্ট শুরু থেকেই ছিলেন আক্রমণাত্মক, তিনি খেলেন ৩৮ বলে ৬৩ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন টিম ডেভিড (২৬)। দিল্লির পক্ষে অক্ষর প্যাটেল ও কুলদীপ যাদব ২টি করে উইকেট নিয়ে রানের গতি টেনে ধরার চেষ্টা করেন।

১৭৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই মহাবিপদে পড়েছিল দিল্লি। ভুবনেশ্বর কুমারের সুইংয়ে দিশেহারা হয়ে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটার দ্রুত বিদায় নিলে হারের শঙ্কা জাগে ডিসি শিবিরে। তবে সেখান থেকে ইনিংস মেরামতের দায়িত্ব নেন অধিনায়ক কে এল রাহুল ও ট্রিস্টান স্টাবস।

রাহুল করেন ৩৪ বলে ৫৭ রান এবং স্টাবসের ব্যাট থেকে আসে ৬০ রান। তাদের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে জয়ের ভিত পায় দিল্লি। তবে শেষ দিকে দ্রুত উইকেট হারিয়ে ম্যাচটি আবারও জমে ওঠে।

শেষ ওভারে জয়ের জন্য দিল্লির প্রয়োজন ছিল ১৫ রান। বোলিংয়ে রোমারিও শেফার্ড। প্রথম দুই বলে কেবল দুই রান দিয়ে চাপ তৈরি করেছিলেন তিনি। তবে পরের তিন বলে দুই ছক্কা আর এক চারে ম্যাচ শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন মিলার। মাত্র ১০ বলে ২২ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: ১৭৫/৮ (২০ ওভার); সল্ট ৬৩, টিম ডেভিড ২৬। (অক্ষর ২/১৮, কুলদীপ ২/৩২)।

দিল্লি ক্যাপিটালস: ১৭৯/৪ (১৯.৫ ওভার); স্টাবস ৬০, রাহুল ৫৭, মিলার ২২*। (ভুবনেশ্বর ৩/২৬)।

ফল: দিল্লি ক্যাপিটালস ৬ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচ সেরা: ট্রিস্টান স্টাবস।

শেষ বিশ্বকাপের স্বপ্ন বাঁচাতে নেইমারের হঠাৎ অস্ত্রোপচার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নেইমার জুনিয়রের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। ব্রাজিলের সবশেষ দুই প্রীতি ম্যাচে না থাকায় তাকে ছাড়াই দল বিশ্বকাপে যাচ্ছে, এমন আলোচনা জোরালো হয়েছে।

তবে নিজের ক্যারিয়ারের সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। সেই লক্ষ্যেই সম্প্রতি হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন তিনি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কাকে কুকা (সান্তোস কোচ) জানান, আন্তর্জাতিক বিরতির সময় এই অস্ত্রোপচার করা হয় এবং কয়েকদিন বিশ্রামে ছিলেন নেইমার।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিকিৎসকদের পরামর্শেই মৌসুম শেষে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পরে আরও উন্নত চিকিৎসার অংশ হিসেবে নেন প্লাটিলেট-রিচ প্লাজমা (পিআরপি) থেরাপি, যা ক্ষতিগ্রস্ত জয়েন্টের টিস্যু পুনর্গঠনে সহায়তা করে।

বর্তমানে বিশেষ পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন নেইমার। তার লক্ষ্য একটাই, সম্পূর্ণ ফিট হয়ে মাঠে ফেরা এবং ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে দলে জায়গা দেওয়ার জন্য রাজি করানো।

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে গ্রেফতার ওয়ার্নার

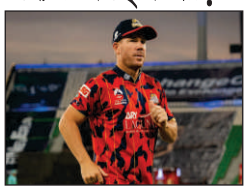

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) অংশগ্রহণের জন্য স্বল্প বিরতিতে দেশে ফিরেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। তবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।

নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ জানিয়েছে, ওয়ার্নারের রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা অনুমোদিত সীমার চেয়ে বেশি ছিল। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ ডট কম এইউ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ নিঃশ্বাস পরীক্ষার জন্য পুলিশ ওয়ার্নারের গাড়ি থামায়। গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা করলেও, পুলিশ তাকে ব্রেথলাইজার পরীক্ষার জন্য বাধ্য করে। পরীক্ষার ফলাফলে তার রিডিং ০.১০৪ ছিল, নিউ সাউথ ওয়েলসে নির্ধারিত আইনি সীমার দ্বিগুণেরও বেশি।

ওয়ার্নারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং আগামী মাসে তাকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হিসেবে বড় জরিমানা, ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল বা এমনকি জেলও হতে পারে।

এই ঘটনার সময় ওয়ার্নার করাচি কিংসের অধিনায়ক হিসেবে দলের সঙ্গে দারুণ ফর্মে ছিলেন। তার নেতৃত্বে দল টানা তিন ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ওয়ার্নারের সক্রিয়তা অব্যাহত।

পিএসএলের দ্বিতীয় পর্বের জন্য ৯ এপ্রিল করাচিতে পৌঁছানোর কথা থাকলেও এই ঘটনার ফলে তার পাকিস্তান সফর ও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আপাতত ওয়ার্নার পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন, যদিও তার পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR